সহযোগিতায়

Embassy of Denmark

EMBASSY OF SWEDEN

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development and Cooperation SDC

UKaid from the British people

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫)
বাড়ি-০৫, সড়ক-১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯, বাংলাদেশ
ফোন: +৮৮০-২-৯১২৪৭৮৮, ৯১২৪৭৮৯, ৯১২৪৭৯২, ফ্যাক্স: ৯১২৪৯১৫
B-†gBj: info@ti-bangladesh.org, **I‡qemvBU:** www.ti-bangladesh.org
†dmeK: www.facebook.com/TIBangladesh

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বিবেক

বিল্ডিং ইন্টেগ্রিটি ব্লকস্ ফর ইফেকটিভ চেইঞ্জ

টিআইবি'র দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বিল্ডিং ইন্টেগ্রিটি ব্লকস্ ফর ইফেকটিভ চেইঞ্জ (বিবেক): সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এর দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ২০০৯ সালের এপ্রিল থেকে ২০১৪ এর সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত 'পরিবর্তন - WvBwfs †PBÄ *(Driving Change)*' প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। 'পরিবর্তন - WvBwfs †PBÄ' এর অর্জন, সাফল্য, সীমাবদ্ধতা ও তার থেকে শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতার আলোকে টিআইবি 'বিল্ডিং ইন্টেগ্রিটি ব্লকস্ ফর ইফেকটিভ চেইঞ্জ (বিবেক)' নামক পাঁচ বছর মেয়াদী (অক্টোবর ২০১৪- সেপ্টেম্বর ২০১৯) নতুন একটি প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু করেছে।

বিল্ডিং ইন্টেগ্রিটি ব্লকস্ ফর ইফেকটিভ চেইঞ্জ (বিবেক)

বাংলাদেশের চলমান দুর্নীতি একদিকে যেমন মানুষের অধিকার হরণ করছে, অন্যদিকে বঞ্চিত মানুষকে ঠেলে দিচ্ছে বঞ্চনা আর দারিদ্রের দিকে। ফলে সুবিধাবঞ্চিত মানুষ বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠী, নারী এবং প্রান্তিক জনগণ অধিকতর বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। বাংলাদেশে দুর্নীতি হ্রাসকরণের জন্য অধিকতর অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়কের ভূমিকা পালন করার লক্ষ্যে টিআইবি বর্তমানে 'বিবেক' প্রকল্প (অক্টোবর ২০১৪ - সেপ্টেম্বর ২০১৯) বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য লক্ষিত প্রতিষ্ঠান/সেবা খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আইন, নীতি, প্রক্রিয়া সংশোধনের জন্য অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং পাশাপাশি সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের মধ্যে চাহিদা সৃষ্টি ও দুর্নীতিকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য নাগরিকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। জাতীয় পর্যায়ে নিবিড় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিপুল সংখ্যক নাগরিকের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে প্রকল্পটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে কার্যকর নীতি, আইন ও নিয়ম প্রতিষ্ঠায় কাজ করছে। নাগরিক সম্পৃক্ততা, গবেষণা ও পলিসি, আউটরিচ ও কমিউনিকেশনের মাধ্যমে টিআইবি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা জোরদার করা এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতামূলক সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গণতন্ত্র ও জাতীয় সততা ব্যবস্থার স্তম্ভগুলোকে কার্যকর করার জন্য টিআইবি বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করছে।

প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কৌশল ও প্রত্যাশিত ফলাফল

লক্ষ্য

টিআইবি'র বিবেক প্রকল্পের লক্ষ্য হলো - বাংলাদেশে দুর্নীতি হ্রাসকরণের জন্য অধিকতর অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করা।

উদ্দেশ্য

উদ্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান/সেবা খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আইন, নীতি, প্রক্রিয়া সমৃদ্ধতর করার জন্য অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করা। পাশাপাশি সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের মধ্যে চাহিদা সৃষ্টি ও দুর্নীতিকে প্রতিহত করতে নাগরিকদের অংশগ্রহণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা বিবেক প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

বিবেক প্রকল্পের প্রত্যাশিত ফলাফল

বিবেক প্রকল্পের আওতায় মোট দুইটি (২) টি দীর্ঘমেয়াদী এবং এর আওতায় মোট ছয় (৬) টি তাৎক্ষণিক প্রত্যাশিত ফলাফল রয়েছে। টিআইবি মনে করে, প্রত্যাশিত এই ফলাফল অর্জনের মধ্যদিয়ে বিবেক প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব।

দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল-১

প্রাতিষ্ঠানিক নীতি ও আইন শক্তিশালী করার মাধ্যমে দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান সৃষ্টির জন্যে সহায়ক পরিবেশ গড়ে উঠবে

দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল-১ এর তাৎক্ষণিক ফলাফল

১.১ নীতি নির্ধারক ও সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতিবিরোধী জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে

১.২ অংশীদারিত্ব/ নেটওয়ার্ক গঠনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালী হয়ে আইন ও নীতির সংস্কার সাধন, সংশোধন ও বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট খাত/ প্রতিষ্ঠানসমূহকে সচেতন করবে

দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল-২

নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান/ খাতসমূহের (স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্থানীয় সরকার, ভূমি, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন) স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি

দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল-২ এর আওতায় তাৎক্ষণিক ফলাফল

২.১ নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানসমূহে তথ্য প্রকাশ, প্রচার ও অভিগম্যতা শক্তিশালী হবে

২.২ স্থানীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং মনিটরিং এ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী, নারী, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং উন্নয়ন সংগঠনসহ নাগরিকদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে

২.৩ স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের সাধারণ জনগণ দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনে সম্পৃক্ত হবে

২.৪ অংশীজনের দুর্নীতিবিরোধী জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে এবং সামর্থ্যের উন্নয়ন ঘটবে

প্রকল্পের খাতসমূহ

বিবেক প্রকল্প পূর্ববর্তী পরিবর্তন- WvBwfs †PBÄ প্রকল্পের চলমান ৩টি খাতের সাথে নতুন ২টি খাত অন্তর্ভুক্ত করে নিম্নোক্ত মোট ৫টি খাতে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে:

- শিক্ষা
- স্বাস্থ্য
- স্থানীয় সরকার
- ভূমি ও
- জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন

একনজরে বিবেক প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম

১. জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে খাতভিত্তিক গবেষণা এবং জনবান্ধব নীতি প্রণয়ন, নীতির সংশোধন এবং এর সঠিক বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে পলিসি অ্যাডভোকেসি করা

২. জনগণ ও তরুণ সমাজের মধ্যে দুর্নীতিবিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষামূলক উপকরণ তৈরি, প্রচারণা, বিতর্ক-কার্টুন-রচনা প্রতিযোগিতা, কার্টুন প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, গণনাটক, তথ্য ও পরামর্শ ডেস্ক ইত্যাদি পরিচালনা করা

৩. খাতভিত্তিক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তথ্যের অবাধ উন্মুক্ততা, তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগ, সেবা সংক্রান্ত তথ্য, সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের সাথে সভা

৪. সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে সেবাগ্রহীতাদের সভা আয়োজন

৫. জনঅংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন

৬. জনপ্রতিনিধিদের জবাবদিহিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'জনগণের মুখোমুখি জনপ্রতিনিধি' শীর্ষক অনুষ্ঠান

৭. জনগণের ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে সহায়তার লক্ষ্যে অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড লিগ্যাল সেন্টার (অ্যালাক) পরিচালনা করা

৮. অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ভিত্তিক অভিভাবক সমাবেশ আয়োজন

৯. প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিকে কার্যকর করতে সহায়তা প্রদান

১০. নারী নেতৃত্ব বিকাশের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের সক্ষমতা বৃদ্ধি

১১. এসএমএস/ওয়েবসাইটের মাধ্যমে দুর্নীতি সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ ও সহায়তা প্রদান

১২. জেন্ডার সংবেদনশীল দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন পরিচালনায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ

প্রকল্প বাস্তবায়নে কৌশলগত দিক

দুর্নীতি সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে গবেষণা পরিচালনা বিবেক প্রকল্পের অন্যতম প্রধান একটি কৌশল যার মাধ্যমে বিভিন্ন খাত এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে দুর্নীতি বিষয়ক তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে। টিআইবি'র গবেষণা ও পলিসি বিভাগের নেতৃত্বে বিবেক প্রকল্পের আওতায় তৃণমূল এবং জাতীয় পর্যায়ের পাশাপাশি বিভিন্ন খাতভিত্তিক গবেষণা পরিচালনা করা হচ্ছে।

নীতিনির্ধারক ও গণমানুষের দুর্নীতিবিরোধী সচেতনতা তৈরি

দুর্নীতি সম্পর্কে ধারণার সীমাবদ্ধতা এবং উদাসীনতা বাংলাদেশের চলমান দুর্নীতির অন্যতম একটি কারণ বলে টিআইবি মনে করে। বিবেক প্রকল্পের আওতায় চলমান গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রণীত প্রতিবেদন, বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ এবং নানামুখী প্রচারণার মাধ্যমে নীতিনির্ধারক এবং গণমানুষকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন করে তোলার চেষ্টা করছে টিআইবি।

সমমনা অংশীজনদের সাথে নেটওয়ার্ক তৈরি

টিআইবি দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দুর্নীতিবিরোধী ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে নেটওয়ার্ক তৈরি করে আসছে। এছাড়া এসকল প্রতিষ্ঠানের সাথে একত্রিত হয়ে দুর্নীতিবিরোধী নানা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। বিবেক প্রকল্পের আওতায়ও সমমনা এসকল প্রতিষ্ঠানের সাথে টিআইবি'র নেটওয়ার্কিং অব্যাহত রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট খাত/প্রতিষ্ঠানের সাথে অধিপরামর্শ বা অ্যাডভোকেসি করা

জনবান্ধব নীতি প্রণয়ন, নীতির সংশোধন এবং নীতির যথাযথ বাস্তবায়ন বিবেক প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। এলক্ষ্যে টিআইবি পরিচালিত গবেষণালব্ধ জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে টিআইবি সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারক ও নীতি বাস্তবায়নকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সাথে অধিপরামর্শ পরিচালনা করছে। সংশ্লিষ্ট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি ও অনিয়ম হ্রাস, সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে তৃণমূল ও জাতীয় উভয় পর্যায়েই সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অধিপরামর্শ বা অ্যাডভোকেসি পরিচালনা করা হচ্ছে।

অংশীজনদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি

সার্বজনীন দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন পরিচালনা, বস্তুনিষ্ঠ অধিপরামর্শ এবং সকল পর্যায়ে প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জনে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের দক্ষতা এবং সক্ষমতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিবেক প্রকল্পের আওতায় সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের দক্ষতা এবং সক্ষমতা তৈরির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণসহ নানামুখী দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

জেন্ডার সংবেদনশীল কর্মসূচি বাস্তবায়ন

জেন্ডার সংবেদনশীল দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা টিআইবি'র প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য। বিবেক প্রকল্পের সকল পর্যায়ে জেন্ডার সংবেদনশীলতা নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনকে আরো জেন্ডার সংবেদনশীল করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ লক্ষ্যে বিবেক প্রকল্পে নিম্নলিখিত কৌশল অবলম্বন করা হয়:

- বিবেক রেজাল্ট চেইন ফ্রেমওয়ার্ক (আরসিএফ) এর সম্ভাব্য সকল পর্যায়ে জেন্ডার সংবেদনশীল নির্দেশক নির্ধারণ;
- টিআইবি'র কোর গ্রুপ সদস্যদের সমন্বয়ে কমিটি গঠনে জেন্ডার সংবেদনশীল সংখ্যা নিশ্চিতকরণ;
- প্রতিটি কর্মসূচি পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের সকল পর্যায়ে জেন্ডার সংবেদনশীল বাস্তবায়ন চেকলিস্ট অনুসরণ;
- টিআইবি'র কর্মী, কোর গ্রুপ সদস্য এবং অংশীজনদের জেন্ডার ও দুর্নীতি বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধিতে পদক্ষেপ গ্রহণ;
- কর্মসূচি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে জেন্ডার সংবেদনশীল নির্দেশক অনুসরণ;
- প্রাতিষ্ঠানিক ও কর্মসূচি পর্যায়ে প্রেক্ষিত পর্যালোচনার পাশাপাশি জেন্ডার অডিট সম্পন্ন।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

টিআইবি'র পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন-এমএন্ডই) ইউনিট অংশগ্রহণমূলক পরিবীক্ষণ করে, যেখানে বিবেক প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ সুনির্দিষ্ট সময় অন্তর গুণগত ও পরিমাণগত উভয়ভাবে পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে। বিবেক প্রকল্পের ধারাবাহিক উন্নয়নের সাথে সাথে কাঙ্ক্ষিত বিভিন্ন পরিবর্তন রেজাল্ট চেইন ফ্রেমওয়ার্ক (আরসিএফ) এ সংযুক্ত করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে এমঅ্যান্ডই ইউনিটের কর্মী ও বিভিন্ন বিভাগের এমঅ্যান্ডই

ফোকাল পারসনদের সমন্বয়ে একটি আরসিএফ দল গঠিত হয়েছে। এছাড়া টিআইবি'র অভ্যন্তরীণ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন দক্ষতার উন্নয়নের জন্য অভিজ্ঞ ও দক্ষ রিসোর্স পারসনের সহায়তা নেওয়া হয়ে থাকে। আরসিএফ টিম নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করছে:

- আউটকাম ও আউটপুট নির্দেশক নির্ধারণ করা;
- এমঅ্যান্ডই ফ্রেমওয়ার্কের অংশ হিসেবে তথ্য-উপাত্তের উৎস নির্ধারণ এবং তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের জন্য ব্যক্তি নির্ধারণ করা;
- তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় টুলস ও পদ্ধতি নির্ধারণ করা;
- তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি ও নির্ধারিত টুলসের ওপর ভিত্তি করে ফিল্ড টেস্ট করা।

প্রত্যাশিত পরিবর্তনের রূপকার

টিআইবি বিশ্বাস করে, দুর্নীতি প্রতিরোধকল্পে মানুষের আচরণ, ব্যবহার ও সামর্থ্যের ইতিবাচক পরিবর্তন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর সে লক্ষ্যে দেশব্যাপী কাজ করার জন্য টিআইবি স্বেচ্ছাব্রতী নাগরিকদের নিয়ে দেশের ৪৫টি অঞ্চলে গড়ে তুলেছে সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) এবং চলমান দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনকে আরও বেগবান করার লক্ষ্যে তরুণদের সমন্বয় রয়েছে ৫৯টি ইয়ুথ এনগেইজমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট (ইয়েস) গ্রুপ। সনাক সদস্যদের রয়েছে বিশ্বাসযোগ্যতা, সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা, সততা এবং নেতৃত্বের গুণাবলী। দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং স্থানীয় পর্যায়ে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সততা প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে সনাক সদস্যবৃন্দ মানুষকে অবহিতকরণ, উদ্বুদ্ধকরণ এবং সমন্বিত করার জন্য নিবেদিত থেকে কাজ করে চলেছেন। ইয়েস সদস্যবৃন্দ সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে স্থানীয় পর্যায়ে এবং সীমিত পরিসরে জাতীয় পর্যায়ে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে উন্নতমানের নৈতিক মূল্যবোধ এবং গণতান্ত্রিক শাসন সম্পর্কে সংবেদনশীল করার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। সনাক ও ইয়েস এর স্বেচ্ছাসেবামূলক উদ্যোগসমূহ সমৃদ্ধ হচ্ছে সনাক ও ইয়েস এর সহযোগী গ্রুপ স্বচ্ছতার জন্য নাগরিক (স্বজন), ইয়েস ফ্রেন্ডস ও ওয়াইপ্যাক (ইয়াং প্রফেশনালস এগেইনস্ট করাপশান) এর সম্পূরক ভূমিকায়। উল্লেখ্য, যাদের সনাক ও ইয়েস হিসেবে সরাসরি যুক্ত হওয়ার বা থাকার সুযোগ নেই কিন্তু তারা টিআইবি'র চলমান দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকতে আগ্রহী এবং যাদের ভূমিকা সনাক ও ইয়েস কার্যক্রমে সম্পূরক হিসেবে কাজ করে এমন ব্যক্তিদের সমন্বয়ে স্বজন, ইয়েস ফ্রেন্ডস এবং ওয়াইপ্যাক গঠিত। টিআইবি বিশ্বাস করে, সনাক সদস্যদের নেতৃত্বের দক্ষতা, তরুণ প্রজন্মের শক্তি ও উচ্ছ্বাস এবং সহযোগী গ্রুপসমূহের সহযোগিতা বিবেক প্রকল্পের আওতায় দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনে তাঁদের অধিকারবোধ সৃষ্টি করবে এবং এর স্থায়ীত্বের জন্য সম্মিলিতভাবে অবদান রাখবে।

অর্থায়ন

বিবেক প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত বাজেট প্রায় ২২০ কোটি টাকা। ঢাকায় কেন্দ্রীয় কার্যালয় ও ঢাকার বাইরে মোট ৪৫টি কার্যালয় থেকে বাস্তবায়নরত এই প্রকল্পের মোট বাজেটের মধ্যে স্থানীয় পর্যায়ের নাগরিক সম্পৃক্ততা ও প্রচারণার জন্য ৪৯.৩৮ শতাংশ, জাতীয় পর্যায়ের গবেষণা ও পলিসির জন্য ১৬.৪৯ শতাংশ, আউটরিচ ও কমিউনিকেশন কার্যক্রমের জন্য ১৩.৬৭ শতাংশ, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন কার্যক্রমের জন্য ৫.১৩ শতাংশ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও কর্মসূচি সহায়তার জন্য ১৫.৩৩ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ রয়েছে। টিআইবি বিভিন্ন দাতা সংস্থার কাছ থেকে শর্তহীন আর্থিক সহায়তা নিয়ে এর কার্যক্রম পরিচালনা করছে। টিআইবি'র অর্থায়নের মূল উৎসগুলো হলো: ক) টিআইবি'র ট্রাস্টি, সদস্যদের দেওয়া অনুদান এবং প্রকাশনা বিক্রয়লব্ধ অর্থের মাধ্যমে গঠিত ট্রাস্ট ফান্ড এবং খ) নির্দিষ্ট প্রকল্প পরিচালনার জন্য দাতা সংস্থার কাছ থেকে প্রাপ্ত আর্থিক সহায়তা। 'বিবেক' প্রকল্পের সহায়ক সংস্থাগুলো হচ্ছে যুক্তরাজ্যের ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ডিএফআইডি), সুইডেনের অ্যাম্বেসি অব সুইডেন, সুইজারল্যান্ডের দ্যা সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কো-অপারেশন (এসডিসি) এবং ডেনমার্কের দ্যা ড্যানিশ অ্যাম্বেসি/ডানিডা। টিআইবি কেবলমাত্র সেইসব দাতাদের কাছ থেকেই আর্থিক সহায়তা নিয়ে থাকে যাদের মূল্যবোধ ও লক্ষ্য দুর্নীতিবিরোধী। এমন কোনো উৎস থেকে সহায়তা নেওয়া হয় না যার কারণে টিআইবি'র স্বাধীনতা খর্ব হয় এবং যা টিআইবি'র মিশনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। টিআইবি'র বাজেট, আর্থিক প্রতিবেদন ও হিসাব এর ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়।

টিআইবি স্বপ্রণোদিত হয়ে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবি'র গভর্ন্যান্স ব্যবস্থাপনা, কৌশলগত ও কর্ম পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসি ডকুমেন্ট ও ম্যানুয়েল, বাজেট, অর্থ ও হিসাব সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবি'র ওয়েবসাইটে প্রাপ্য। কোনো তথ্য ওয়েবসাইট বা অন্য প্রকাশনায় পাওয়া না গেলে তা ই-মেইল বা ফোনের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়। জনগণের তথ্য অধিকারের অংশীজন হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে টিআইবি'র তথ্য সরবরাহের মাধ্যমগুলো হলো: info@ti-bangladesh.org অথবা ফোন বা চিঠি, যা ব্যবহার করে তথ্যের জন্য অনুরোধ করা যাবে। তথ্য প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হচ্ছেন: কুমার বিশ্বজিত দাশ, ম্যানেজার, রিসোর্স অ্যান্ড ইনফরমেশন, ফোন: ০১৭১৩০৬৫০১৬।